‘শাবিকে সেশনজটমুক্ত আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে চাই’

—— ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম

দেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম যোগদান করেন ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি—

প্রশ্ন : শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। এ ব্যাপারে কিছু করছেন?

ভিসি : আমার যোগদানের পর ১৫টি বিভাগে ৪৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেছে। খুব শিগগির আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু বিভাগে শিক্ষক নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তথা সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চাইব।

প্রশ্ন : আপনি যোগদানের পর থেকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিত ছুটি হয়নি এবং সেশনজট কমে আসছে। জরুরি অবস্থা থাকার কারণে, নাকি আপনার দক্ষতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে?

ভিসি : আমি যোগদানের পর ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে একযোগে কাজ করে আসছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে। ছাত্র-শিক্ষকরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সেশনজট কমিয়ে আনতে। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সাহায্য করেছে এ লক্ষ্য অর্জনে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মহল এবং সিলেটবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা আমি পেয়েছি।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অনুষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের পরম প্রাপ্তি সমাবর্তন অনুষ্ঠান। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৭ বছরে মাত্র দু'বার সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় সমাবর্তন আপনি আসার পরই অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা কী?

ভিসি : বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়ায় আমি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হই। এ ব্যাপারে গত নয় বছর পাস করে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের গভীর আগ্রহ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে এই বিশাল আয়োজনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন : শ্রেণীকক্ষের সংকটের সমস্যাটির কোন সুরাহা করেছেন কি?

ভিসি : শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে দূর হয়ে যাবে। গত জুলাইয়ে শুরু হওয়া চারতলা একাডেমিক ভবনটির কাজ চলতি মাসেই শেষ হতে যাচ্ছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে ৮টি বিভাগকে এই ভবনে স্থানান্তর করা হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে আরও একটি একাডেমিক ভবনের জন্য অর্থ পেতে পারি।

প্রশ্ন : সীমানা প্রাচীর না থাকায় বহিরাগতরা অবাধে যাতায়াত করতে পারছে।

ভিসি : সীমানা প্রাচীর দূরের কথা, সীমানাই যথাযথভাবে চিহ্নিত হয়নি। সম্প্রতি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি করে প্রথমবারের মতো সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন সীমানাজুড়ে পিলার অথবা সমস্যাসংকুল স্থানে প্রাচীর দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেমিস্টারে কম্পিউটার ফি বাবদ ২০০ টাকা নেয়া হয় অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাবের কম্পিউটারগুলো বিকল অবস্থায় পড়ে আছে এবং শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে সুবিধা থেকে— এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

ভিসি : বিভিন্ন কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার স্বল্পতা আছে। শিগগিরই বেশকিছু কম্পিউটার কেনা হবে। তবে আইটি ফ্যাসিলিটির দিক দিয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে বেশ অগ্রগামী। আমি যোগদানের পর ইন্টারনেট স্পিড ১৬ গুণ বাড়ানো হয়েছে। এখন বিভিন্ন বিষয়ে ৫০০০ আন্তর্জাতিক জার্নালে access আছে। সেমিস্টার পদ্ধতির জটিল নিয়ম সংশোধিত পরীক্ষার জন্য একটি যথাযথ Software তৈরির কাজে হাত দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : পরিবহন সংকট শিগগির দূর হবে কি?

ভিসি : বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দেড় হাজার ক্যাম্পাসে থাকে। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বাইরে বাস করায় পরিবহন ব্যবস্থার ওপর বড়সড় চাপ পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পাঁচটি পুরনো বাস আছে। এ ছাড়া ভাড়া করা প্রাইভেট বাস আগে ৮টি থাকলেও বর্তমানে তা বাড়িয়ে ১৫টি করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কিছু সুসংবাদ আছে। আমরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে অনুদান হিসেবে বাস চেয়েছিলাম, একটি বাস পেয়েছি অনুদান হিসেবে। মাসখানেকের মধ্যে বাসটি ক্যাম্পাসে চলে আসবে। এছাড়া আমরা সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে সুলভ ভাড়ায় ১০টি বিআরটিসি বাস পেতে যাচ্ছি। প্রাইভেট বাসগুলোর তখন প্রয়োজন থাকবে না। ভবিষ্যতে পরিবহন সমস্যা থাকবে না বলে আশাবাদী।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন অডিটোরিয়ামের কাজ কবে শেষ হবে?

ভিসি : অডিটোরিয়ামটির কাজ পাঁচ বছর বন্ধ ছিল। আমরা প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ পেয়েছি। পুনরায় কাজ শুরুর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও বহুবিধ সেমিনার, সভা আর সমাবেশের জন্য অডিটোরিয়ামটির আশু নির্মাণ প্রয়োজন।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

ভিসি : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই, যেটির লেখাপড়া আর গবেষণার সুখ্যাতি থাকবে দেশজুড়ে, এমনকি দেশের বাইরেও। লেখাপড়ার মানোন্নয়ন করতে এবং গবেষণার পরিসর বৃদ্ধি করতে আমরা সম্ভাব্য সবরকম পদক্ষেপ নেব। সাম্প্রতিককালে ক্যাম্পাসকে সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে, ক্যাম্পাসে ফুল বাগান করা হয়েছে, কয়েক হাজার বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সুন্দর এই পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবার মধ্যে যেন সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে সেই লক্ষ্যে কাজ করতে পারব। আমরা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাব যেন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সেশনজট বলে আর কোন কিছু না থাকে। সিলেটবাসীর সহযোগিতা নিয়ে আমরা দেশের বৃহত্তম এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত করতে চাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন

সমকাল
তারিখ ... 20 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ...